জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৪০শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ— ২রা অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৬০ ইংরাজী 18th Nov, 1953 | ২৬শ সংখ্যা

সাফল্য ও সমৃদ্ধির পথে

বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনসেবার যে গৌরব ও জনগণের যে অকুণ্ঠ আস্থার উপর ভিত্তি করিয়া হিন্দুস্থান উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং যে সঙ্গতি, সততা ও প্রতিষ্ঠা হিন্দুস্থানের পূর্ব্বাপর বৈশিষ্ট্য, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ইহার ১৯৫২ সালের ৪৬তম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে।

নূতন বীমা
১৬,৩৮,৭৯,২৯৮৲

মোট চলতি বীমা	৮৬,৭১,৮৫,০৪০৲
মোট সম্পত্তি	২২,৪৯,৮৩,০৫৬৲
বীমা ও বিবিধ তহবিল	১৯,৭৭,৭৬,২৮৭৲
প্রিমিয়ামের আয়	৩,৯৪,২২,৩৭১৲
দাবী শোধ (১৯৫২)	৮৮,৮২,২৭১৲

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র নিরাপদ সারবান ও লাভজনক।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা অগ্রহায়ণ বুধবার সন ১৩৬০ সাল

পরিকল্পনা ও চুরিকল্পনা

—০—

আজ সাত বৎসর অতীত হইতে চলিল দেশ স্বাধীন হইয়াছে। দেশের মুখ্যব্যক্তিগণ দেশের উন্নতির জন্য নানাপ্রকার পরিকল্পনা করিয়াছেন। কোন পরিকল্পনা নিখুঁতভাবে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে, এমন একটিও দেখাইতে পারা যায় না কেন? কর্ত্তারা পরিকল্পনা করার সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিকল্পনানুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য যে সব লোককে নিয়োগ করেন, তাঁহারা যদি নিজের কাজের মত দরদ দিয়া কাজ করিতেন, তবে নিশ্চয়ই সে কাজ সুসম্পন্ন হইত। সত্য কথা বলিতে কি, দেশ ইংরাজের আমল হইতে চোর এবং অসাধুতে ভরিয়া উঠিয়াছিল। বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তাদের পরের ধনে দরদ দেখাবার মত প্রবৃত্তি বড় একটা দেখা যায় না।

একটা চোরের চুরি ধরিবার জন্য মোটা বেতনে চোর বাহাল করিতেছেন। চোরের উপরওয়ালা চোর, তার উপরওয়ালা লুটেরা, তার উপরওয়ালা ডাকাইত যদি হয় সমস্ত টাকাই চোরের পেটে ঢুকিবে, ঢুকিতেছেও তাই, কাজের বেলায় সন্তোষজনক কাজ কতগুলি হইয়াছে, কেহ দেখাইতে পারেন কি?

আমাদের মুর্শিদাবাদেরই একজন উদারচেতা বড় জমিদার ছেলেমেয়ের বিবাহ বা কোন সমারোহ কার্য্য আরম্ভ করিবার সময় যখন প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে লইয়া খরচের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতেন, পরামর্শ সভায় যে টাকা বরাদ্দ করা হইত, তিনি সকলের সামনেই তাহা দ্বিগুণ করিয়া ধরিতে বলিতেন। কর্ম্মচারীরা যখন বলিত—হুজুর ডবল ধরিলেন কেন? তখন তিনি আঙ্গুল দিয়া চতুর্দ্দিকে অবস্থিত আমলাগণকে দেখাইয়া বলিতেন, ইঁহাদের পেট ভরাইবার জন্য আরও অতগুলি টাকা চাই, নইলে লোকে খেতে পাবে না। আমরা বর্ত্তমানে যে অবস্থায় যে দেশে বাস করিতেছি, তাহা আমাদের সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের জমিদারীর মতই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর উদারতায় চোরের উদরই পূর্ণ হইতেছে, কাজের বেলায় কিছুই হয় না।

কংগ্রেসের শাসনাধীনে দেশ। কংগ্রেসে দুর্নীতিপরায়ণ লোকের সংখ্যাই বেশী, এ কথা প্রধান মন্ত্রী মহাশয় তাঁহার নানা সভার বক্তৃতায় বলিয়াছেন। কই ক'জন কংগ্রেসী তার অপকর্ম্মের জন্য ধরা পড়িয়া শাস্তি পাইয়াছে, এ কথা কেহ শুনিয়াছেন কি? বরং অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে একটি প্রদেশের দশ লক্ষ কংগ্রেস সভ্যগণের মধ্যে আট লক্ষই ভুয়া সদস্য। এই সভ্য কে করিল, কেন করিল তাহার অনুসন্ধানে কাহার কি শাস্তি হইয়াছে?

সম্প্রতি সংবাদপত্রে বোম্বাই এর এক সংবাদ বাহির হইয়াছে, তাহা শুনিলে মনে হইবে আমরা যাঁহাদের শাসনাধীনে আছি তাঁহাদের মধ্যে না জানি কত জন লোক এই প্রকার গুণসম্পন্ন, তাহা ভগবানও জানেন কি না, সন্দেহ। সংবাদটি বাহির হইয়াছে বোম্বাই রাজ্যের রাজস্ব মন্ত্রীর সম্বন্ধে। ব্যাঙ্কে তাঁহার হিসাবে জমা হইয়াছে ২৮২৩৫০০৲ আটাশ লক্ষ তেইশ হাজার পাঁচশত টাকা, অথচ তিনি বলিতেছেন—এ টাকা সব তাঁহার নয়, তবে তাঁহার নামের হিসাবে কি করিয়া টাকা আসিল, শুনিবা মাত্র প্রধান মন্ত্রীর উচিত একটুকুও ঢিল না দিয়া প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করা। আমরা তাঁহাকে স্মরণ করিতে বলি, কত টাকা ইংরেজ তাঁহাদিগকে দিয়া গিয়াছিল, এখন কত টাকা অবশিষ্ট আছে? আর যে টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহার দ্বারা দেশহিতকর কি কি কাজ হইয়াছে? কোনও কাজ হইল না, অথচ টাকা ফুরাইল। কেবল চোরের পেট ভরাইতে? একজন রাজস্ব মন্ত্রী! যে সে লোক নয়, এমন সংবাদ বাহির হয় কেন? ইহার প্রকৃত তথ্য সমস্ত দেশবাসীকে না জানাইলে বর্ত্তমান সরকারই যেন চোরের বা অসাধু ব্যক্তিদের পেটে সব টাকা ঢুকাইয়া দিতেছেন বলিয়া কলঙ্কিত হইবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। চোর, তার দোষ ধরিবার চোর, তার উপরের চোর, তার উপরের ডাকাইত যদি সব গ্রাস করে, তবে দেশে হাহাকার উঠিবে না তো কি হইবে? স্বাধীনতার আগে দেশে কত রাজকর্ম্মচারী ছিল, এখন এই খণ্ডিত ভারতে তার কত গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা গণনা করিলেই বোঝা যাইবে টাকা কোথা গিয়াছে এবং আরও যাইবে।

এক রাজার গো-সেবার দিকে খুব যত্ন ছিল। প্রায় গোশালা পরিদর্শন করিতেন। তিনি দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং দুগ্ধ খাইতে ও খাওয়াইতে ভালবাসিতেন। গরুর দুধ যাহাতে গোশালায় গোপালকগণ চুরি না করে সে বিষয়ে খুব সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শুনিলেন গোশালায় গোপালকগণ দুধ চুরি করে, আর সেই পরিমাণ জল মিশিয়ে রাজবাড়ীতে লইয়া আসে। ৫জন গোপালক আছে। তাহারা খাইবার জন্য আধসের হিসাবে আড়াই সের দুধ চুরি করিত। দু'তিন মণ দুধের মধ্যে আড়াই সের দুধ চুরি ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। তিনি গোশালায় দুধ চুরি নিবারণ করার জন্য এক জন দেশোয়ালী সিপাহী বাহাল করিলেন। গোয়ালারা ৵২৷৷০ সের নিত পাঁচ জনে। সিপাহী তাহাদের হুকুম করিলেন—'মেরা বাস্তে "ঢাই সের" (আড়াই সের) রাখ দে।' দু তিন মণ দুধে ৵৫ সের জল মিশিতে লাগিল। সেপাই বাবাজীর ছাতি ক্রমশঃ ফুলিয়া উঠিতে দেখিয়া তাহার উপর সন্দেহ হইতে লাগিল। একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইল, তিনি যেন এই দুধের উপর কড়া নজর রাখেন। ইঁহার অনেক পোষ্য - নাতি পুতি, আত্মীয়স্বজন ইনিও দু'তিন মণ খাঁটি দুধ দোহিয়া লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার বাড়ীতে সের দশেক দুধ দিবার জন্য গোয়ালাদের আদেশ দিলেন। গোয়ালাদের ৵২৷৷০ সের সিপাহীর ৵২৷৷০ সের, পদস্থ কর্ম্মচারীর দশ সের, মোট পনর সের দুধ তস্কর সেবায় লাগে রোজ। এই পনর সের জল মিশাইয়া দুধ রাজবাড়ীতে পৌছান হয়। রাজা বাহাদুর এক দিন গোয়ালা যখন কেঁড়ে হইতে দুধ ঢালিতেছে, তখন সেখানে দৈবক্রমে উপস্থিত থাকিয়া দেখিলেন কেঁড়ের দুধ হইতে ২।৩টি পুকুরের ছোট ছোট পানা

(দম শেওলা জাতীয় জলজ) দুধের গামলায় পড়িল। তিনি গোয়ালাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। গোয়ালা হাতে নাতে ধরা পড়িয়া বলিল—"হুজুর গোয়ালা লোক /২৷৷০ সের দুধ চোরী করতা, এহি চোরী পাকাড় না কে লিয়ে সিপাহী বাহাল হুয়া, উভি ঢাই সের খাতা, আব্ উসকা উপ্পর যো বড়া বাবু আয়া, উন্‌কো দশ সের লাগতা হ্যায়। হুজুর উন্‌কা উপ্পর আউর বড়া এক সাহেব কো বাহাল করনেসে, দেখেঙ্গে পানা কৌন চীজ? ইসমে রহু (রুইমাছ) কুদেগা অর্থাৎ দুধে রুই মাছ লাফাবে। আমাদের সরকার যত পরিকল্পনা করিয়া ধুম ধারাক্কার সঙ্গে কাজ সুরু করিতেছেন, বেতনভোগী চোরের দল তত চুরিকল্পনা করিয়া টাকার হরির লুট দিবার পথ ফরসা করিতেছে। এই সাত বৎসরে কত টাকার কাজ হইয়াছে আর কত টাকা লুট হইয়াছে, তাহা হিসাব করিবার কেউ আছে কি? যদিও বা দু একজন সাধুলোক আমলা মহলে আছেন, তাঁহাদের কিছু করিবার উপায় নাই। যদি উপর-ওয়ালার চুরি ধরাইয়া দিবার জন্য গুপ্ত কথা ব্যক্ত করেন, 'অফিসিয়াল সিক্রেসী' (সেরেস্তার গোপন কথা) প্রকাশ ও "ইন্‌সাবর্ডিনেসন" (অবাধ্যতা) অপরাধে চাকরী হারাইতে হইবে। কাজেই চুরি-কল্পনার কাছে পরিকল্পনা হার মানিয়াছে।

উপ-নির্ব্বাচন

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর জন্য দক্ষিণ-পূর্ব্ব কলিকাতায় এবং পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রের মৃত্যুর জন্য নদীয়ায় দুইটি লোকসভা সদস্যের পদ খালি হয়। উক্ত দুই স্থানে উপনির্ব্বাচনের জন্য বিভিন্ন রাজনীতিক সম্প্রদায়ের প্রার্থিগণের মধ্যে তুমুল প্রতিযোগিতা হইতেছে। বামপন্থী দলসমূহ এই নির্ব্বাচনে একতা দেখাইতে পারেন নাই। ফলে কংগ্রেস দলের প্রার্থীর সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয়। দক্ষিণ-পূর্ব্ব কলিকাতায় দল বদল করিয়া ডাঃ রাধাবিনোদ পাল কংগ্রেস প্রার্থীরূপে অবতীর্ণ হওয়ায় বিরুদ্ধ সমালোচনার বিষয়বস্তু হইয়া পড়িয়াছেন। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যেও পেশাদার থিয়েটার দলের মত "অমুক স্থায়ীভাবে অমুক রঙ্গমঞ্চে যোগ দিলেন" বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইতে দেখিয়া জনমত বেশ আঘাতপ্রাপ্ত হইতেছে। লোকচরিত্র বোঝা শক্ত। আত্মবোধ ও দেশাত্ম-বোধে এই সংঘর্ষে পরার্থপরতাকে পরাজিত করিয়া স্বার্থপরতাকেই আজকাল জয়লাভ করিতে দেখা যাইতেছে। যাঁহারা ভোটার তাঁহারা যাহার উপর বিরক্ত তাহাকে ভোটে বঞ্চিত করিয়া প্রতিশোধ লইবার সুযোগ পাইবেন। আর যাঁহারা ভোটার নন তাঁহারা প্রতিযোগিদের মধ্যে কাদা ছোঁড়াছুড়ি দেখিয়াই আনন্দভোগ করিবেন, আর তাঁহাদের অবাঞ্ছিত ব্যক্তি সফলকাম হইলে সাময়িক অসো-য়াস্তি অনুভব করিবেন।

শীত

আজ কয়েক দিন হইতে এতদঞ্চলে বেশ শীত অনুভূত হইতেছে। শীতকালে উপযুক্ত বস্ত্রাভাবে দুস্থরাই অধিক কষ্টভোগ করে। তাহাদের একে অন্নাভাব তার উপর বস্ত্রাভাব পরিলক্ষিত হয়।

বিজ্ঞপ্তি

সিঙ্গিয়া ও ফরাক্কা ধুলিয়ান খেজুরিয়াঘাট

মোটর লঞ্চ ধরবার ব্যবস্থা

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে মোটর লঞ্চের নূতন সময় নির্দ্দেশ অনুসারে ২৯।১০।৫৩ তারিখে যথাক্রমে ৫নং আপ এবং ৬নং ডাউন ধুলিয়ানে ১৬-৫০ (৩৩৩নং এবং ৬-১৫ (৩৩৪নং ডাউন কোর্ট ট্রেন সংলগ্ন করার জন্য মোটর বোট দ্বারা যাত্রী সাধারণের অতিরিক্ত পারা-পারের সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

উপস্থিত নদীর ধার অগভীর থাকার জন্য সিঙ্গিয়া এবং ফরক্কা মোটর লঞ্চ ধরা সুবিধা হইতেছে না। প্রায় এক সপ্তাহ পরে উক্ত যায়গার চরে যে স্থানে মোটর বোট ধরা হইবে সেখানে ষ্টেশন চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হইবে। ইতি

স্বাক্ষর এস, কে, ঘোষ

সাবডিভিসন্যাল অফিসার, জঙ্গিপুর।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৫৩

১৯৫৩ সালের ডিক্রীজারী

১১৪ খাং ডিঃ কালীপ্রসন্ন সিংহ দিং দেং মোশু-রুদ্দিন মণ্ডল দিং দাবি ১৮৷৵৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কাদিকোলা ১০ শতকের কাত ১৷৵০ আঃ ২৲ খং ২০৮

৪৪৫ খাং ডিঃ অর্দ্ধেন্দুশেখর নাথ দিং দেং ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দিং দাবি ৩৪৲৩ থানা রঘু-নাথগঞ্জ মৌজে বাঘা ১-৬৬ শতকের কাত ৫৲৩ আঃ ১০৲ খং ১৯৮

৪৭৭ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৫৫৸৵৩ মৌজাদি ঐ ২-৬০ শতকের কাত ১২৵১৫ খং ১৯৯

৪৭৮ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২২৷৵৬ মৌজাদি ঐ ১-১২ শতকের কাত ২৵১৫ খং ১২৬

৫০৪ খাং ডিঃ কমন ম্যানেজার রণেন্দ্রনারায়ণ বাগচি দেং কামালুদ্দিন বিশ্বাস দিং দাবি ৩৮৲৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কাশিয়াডাঙ্গা লক্ষ্মীজোলা ১-৮৪ শতকের কাত ৪৸২ আঃ ২৫৲ খং ৫১৮ লক্ষ্মীজোলা খং ১২৫ রায়ত স্থিতিবান।

৩৭০ খাং ডিঃ জনাব মরতুজা রেজা চৌধুরী দিং দেং সুবর্ণচন্দ্র আচার্য্য দিং দাবি ৩৯৷৵৯ থানা সুতি মৌজে খিদিরপুর ১-৬৬ শতকের কাত ৩৸৵৫ নিজাংশে ৷৵৫ আঃ ৫৲

৪৩৭ খাং ডিঃ শচীন্দ্রনাথ দাস দেং সুরেশ মোহিনী দাসী দাবি ২৮৸৵৯ থানা সুতী মৌজে জগতাই ৸০ কাঠার কাত ৩৷৷০ আঃ ২০৲ খং ৩২৮

৩৭৬ খাং ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী দেং লক্ষ্মী-নারায়ণ সিংহ দিং দাবি ২১৷৵৬ থানা সুতী মৌজে জগতাই ১৷৷৩০ বিঘার কাত ৪৲ আঃ ১৫৲ খং ৩৭১ অধীনস্থ খং ৩৭২—৩৭৫

২৮৫ খাং ডিঃ মহেশপুর রাজ এষ্টেট দিং দেং কালু কোটাল দিং দাবি ৩৭৵০ থানা সুতী মৌজে বামুহা ৬২ শতকের কাত নিজাংশে ১৷৵০ আঃ ১০৲ খং ১৬৯

৩০৮ খাং ডিঃ অমানো বর্ম্মণ্যা দেং যতীন্দ্রনাথ রায় দাবি ৩০৷৵৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রায়পুর ১-৮২ শতকের কাত ৩৵৩ আঃ ১০৲ খং ১৩১

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ২১শে ডিসেম্বর ১৯৫৩

১৯৫৩ সালের ডিক্রীজারী

২৬৩ খাং ডিঃ মাতয়ালি জনাব মরতুজা রেজা চৌধুরী দিং দেং আকুব সেখ দিং দাবি ২৮৶৯ থানা ফরাক্কা মৌজে ভৈরবডাঙ্গা ১৫৩৲১৮ বিঘায় কাত ৩।৯ আঃ ১৫৲

২৫৯ খাং ডিঃ ঐ দেং গোলাম মণ্ডল দিং দাবি ২৮৶০ থানা ঐ মৌজে লক্ষ্মীপুর ২১॥৪৲১৫ ধুলের কাত ১৭৲৩ আঃ ১৫৲

২৬৪ খাং ডিঃ ঐ দেং অযোধ্যা রায় দাবি ১৪৸০ মৌজাদি ঐ ৮১৲১৬ ধুলের কাত ১৲৩ আঃ ৫৲

২৬৫ খাং ডিঃ ঐ দেং বিভূতিভূষণ দাস দাবি ৩৮৶৯ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে জাফরাবাদ ৪।১ কাঠার কাত ৫।৶৬ আঃ ২৫৲

২৬৬ খাং ডিঃ ঐ দেং অমিয়প্রসাদ দাস দিং দাবি ২৭৶৯ মৌজাদি ঐ ১/১৲১১ ধুলের কাত ৩৶০ আঃ ১৫৲

অপেরীণ

ডাক্তার বি. এন. রায় করেন আবিষ্কার,
ল্যান্সেটের খোঁচা খেতে হবে না কো আর।
বাগী, ফোড়া, পৃষ্ঠাঘাত আদি যত রোগে,
অপারেশন ক'রে লোক কি যন্ত্রণা ভোগে!
প্রথম অবস্থায় যদি করে ব্যবহার,
একেবারে বসে যাবে পাকিবে না আর
পরবর্ত্তী অবস্থাতে আপনি যাবে ফেটে,
কষ্ট পেতে হইবে না ছুরী দিয়ে কেটে।
দামও মোটে দেড় টাকা মাশুল তের আনা।
ফতেপুর, গার্ডেনরীচ (কলকাতা) ঠিকানা।
ডাক্তার বি. এন. রায় এইখানে থাকে।
ঔষধ পাইতে হ'লে পত্র দেন তাঁকে।

বিজ্ঞাপন-বৈচিত্র্য

জবাকুসুম তৈলের গুণ অতুলনীয়

উল্লিখিত বাক্যের যে কোন অক্ষর কেহ মনে করিলে, তাঁহার মনোনীত অক্ষর নিম্নলিখিত কবিতার সাহায্যে বলিয়া দেওয়া যায়! মনে করুন কেহ (লে) মনে করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি নিম্নলিখিত পদ্যটী পড়িয়া বলুন কোন্ কোন্ ষ্ট্যাঞ্জায় আপনার অক্ষরটী আছে। তিনি পাঠ করিয়া অবশ্য বলিবেন (২) ও (৫) ষ্ট্যাঞ্জায় আছে। কারণ (লে) আর কোন ষ্ট্যাঞ্জায় নাই। আপনি ২ ও ৫ যোগ করুন, যোগফল হইল ৭। তাঁহার মনোনীত অক্ষর ঠিক ৭ম স্থানে আছে। এইরূপে সব অক্ষর বলা যায়।

(১)

আয়ুর্ব্বেদ-জলধিরে করিয়া মন্থন
সুক্ষণে তুলিল এই মহামুল্য ধন
বৈদ্যকুল-ধুরন্ধর স্বীয় প্রতিভায়;
এর সমতুল্য তেল কি আছে ধরায়?

(২)

এই তৈলে হয় সর্ব্ব শিরোরোগ নাশ,
অতুল্য ইহার গুণ হয়েছে প্রকাশ,
দীনের কুটির আর ধনীর আবাসে,
ব্যবহৃত হয় নিত্য রোগে ও বিলাসে।

(৩)

চুল উঠা টাকপড়া মাথা ঘোরা রোগে,
নিত্য নিত্য কেন লোক এই দেশে ভোগে!
সুগন্ধে ও গুণে বিমোহিত হয় প্রাণ,
সোহাগিনী প্রসাধনে এই তেল চান।

(৪)

কমনীয় কেশ গুচ্ছ এই তেল দিয়া,
কৃষ্ণবর্ণ হয় কত দেখ বিনাইয়া,
তুষিতে প্রেয়সী-চিত্ত যদি ইচ্ছা চিতে,
অনুরোধ করি মোরা এই তৈল দিতে।

(৫)

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ চৌত্রিশ নম্বর—
বিখ্যাত ঔষধালয় লোক হিতকর
অবনীর সব রোগ হরণ কারণ,
ঔষধের ফলে তুষ্ট হয় রোগিগণ।

রচনা—
শ্রীশরৎ পণ্ডিত (দা' ঠাকুর)

তদ্‌বির ঔর্ তগ্‌দির্

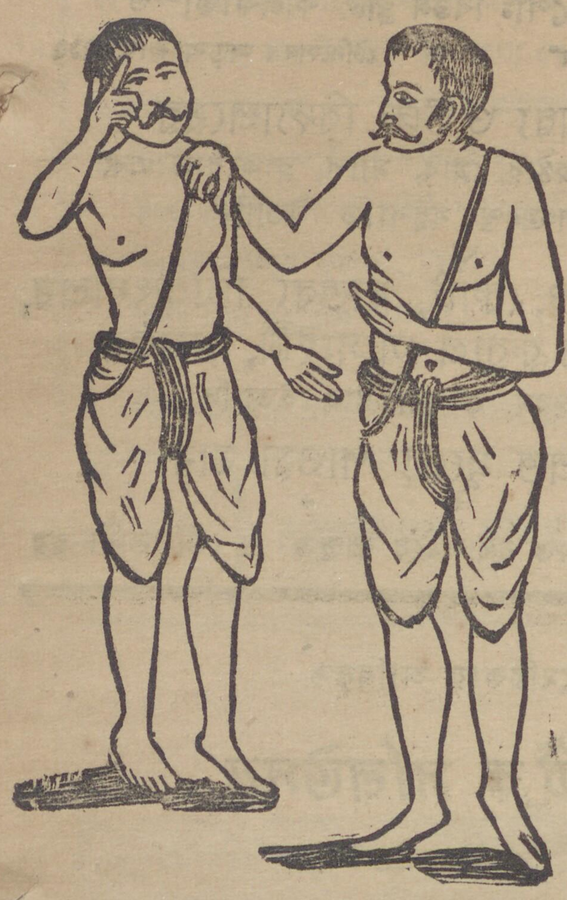

ভেইয়া ভজলে সীতারাম্
তক্‌লিক্ জেত্তা ভাগ্ জায়েগা
আ জায়েগা আরাম্।

ময়দান্‌মে আখ্‌বার বালাকো
নসীব বহুৎ ফুটা
মারনেবালা সাচ্চা হুয়া
উন্‌লোগ হুয়া ঝুটা।

মারৎ মারৎ পিটৎ পিটৎ
সবকো কিয়া কাবু—
আফসার লোগ সব মাফি মাংগা
ঘাবড়া গিয়া বাবু।

পাকাড়্ পাকাড়কে জবরদস্তি
পাকিটসে চিজ লুটা,—
ওহি বখৎ ফোটু কল্‌মে
উন্‌কা তসবী উঠা।

ফোটু দেখ্ কর কমিশন সাব
বোল্ দিয়া সব ঝুটি—
লুটনেবালা একদম খালাস,
কায়েম রহা রোটি।

কমিশন সাব দেশোয়ালী ভাই,
নাম দেখা বিহারী—
একশো সত্তর পান্না লিখ্‌কে
হুকুম কিয়া জারী।
আংরেজ রাজমে এইসা মাফিক
কাংরেসীকো পিটা—
গদ্দী বৈঠকে বিসার গিয়া সব
(আব্) হামলোগ্ উন্‌কা মিঠা।

এইসা কারুকে চালাও ডাণ্ডা
কামাও যেত্তা সাকো,
হাকিম হুকিম মেরা তরফ্ সব্
হরদম ইয়াদ রাখো।

অনাহারিণীর আহার মাধুর্য্য

নিখাকী-মা

মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা অঞ্চলে কিছুদিন আগে এক নিখাকী-মা (যে কিছুই খায় না) খাদ্য পানীয় কিছুই গ্রহণ করিত না বলিয়া দেশ-বিদেশে বুজরুকী অর্থাৎ অমানুষিক ক্ষমতার কথা রটিয়াছিল। জনৈক অত্যুৎসাহী চিকিৎসক ও কয়েক জন লোক প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। নিখাকী-মা ঠাকুরের ভোগ দিবার অছিলা করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিত, অন্যের অলক্ষ্যে তাহা খাইয়া জীবন-ধারণ করিত। এই বুজরুক জাহির সে নিজে করিত। প্রকাশ হওয়ার অল্পদিন পর সে দেহত্যাগ করিয়াছে।

ধনলক্ষ্মী

মহীশূর প্রদেশের কুর্গ নিবাসিনী ১৮ বৎসর বয়স্কা ধনলক্ষ্মী খাদ্য পানীয় কিছুই গ্রহণ না করিয়া এতাবৎ কাল সাধারণ মানুষের মত কার্য্যক্ষম আছে, বলিয়া সংবাদপত্রে বহুদিন হইতে দেখা গিয়াছে। সম্প্রতি বাঙ্গালোর হইতে ১৩ই নভেম্বরের প্রদত্ত এক সংবাদে জানা গিয়াছে, ভারত সরকারের নির্দ্দেশে তাহাকে হাসপাতালে নজরবন্দিনী অবস্থায় থাকিয়া ভোজনাভাবে ওজন কমিতে আরম্ভ করে। ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার আদেশ জারী করেন যে কোনও আত্মীয়স্বজন ধনলক্ষ্মীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবে না। এই আদেশে তাহার আত্মীয়স্বজনের চক্ষুস্থির। তাহারা তো সকলে জ্ঞানপাপী। এক্ষণে পরীক্ষায় ঠিক হইয়াছে ধনলক্ষ্মী অন্যান্য লোকের মত পান আহার করে। হাসপাতালে সে তৃতীয় দিনেই খাদ্য গ্রহণ করিয়াছে। আর একটি অতি-মানবীর সংখ্যা কমিয়া গেল।

শাসন বিভাগে অনাহারী

বৎসর কয়েক পূর্ব্বে মহকুমায় মহকুমায় জেলায় জেলায় যে সব অনাহারী (ব্যঙ্গ করিয়া তাঁহাদের অনাহারী বলা হয়) হাকিম বিচার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, নানাজনের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ পাইয়া সরকার ঐ পদ লোপ করিয়া দিয়াছিলেন। কিছুদিন হইতে আবার এই জাতীয় রাজপুরুষের নিয়োগ আরম্ভ হইয়াছে।

এই জাতীয় অনাহারী কায়দা করিয়া মাস মাস নিজের ইলিমের যোগ্য পেনসনের পরিমাণ টাকা আইন সম্মত করিয়া লইয়া গলাধঃকরণ করিতেছেন। নিখাকী-মা যেমন ঠাকুরের নাম করিয়া খাদ্য লইয়া বদনে দিয়া নিখাকী হইয়া জগৎ-পূজ্যা হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইনি তেমনি গতায়াতের খরচা যাহা মাসে প্রত্যহ যাতায়াত করিলে ১৯৲ টাকার বেশী লাগে না, দশের সামনে দিবালোকে তাহার কত গুণ আদায় করিয়া উদরস্থ করেন তাহা রাজপুরুষগণ অবগত হইয়াও যেন অবগত নন মনে হয়। রাহা খরচ যাহা খরচ হয় তাহার কতগুণ আদায় করেন, ইহা দেখিলে ইঁহারও অনাহারী নাম না রাখিয়া আহারী বাবা নাম রাখিলে দোষ কি?

ভ্রম সংশোধন

গত বারে 'জগন্নাথ লীলাকীর্ত্তনে' একটি লাইন বাদ পড়িয়াছে, শেষ চারি চরণ হইবে—

কি বলিব হায় হায় তোমার অঙ্গুলি নাই
কিসে তুমি ঢাকা দিবে কান?
রোজ রোজ পুনঃ পুনঃ এক ঘেয়ে গান শুন
বিপন্ন আপনি ভগবান।

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ কুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায় ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ৸০ আনা।

সোল এজেণ্ট ঃ—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

চা-সংসদে

রকমারী সুগন্ধি দার্জ্জিলিং চা এবং আসাম ও ডুয়ার্সের ভাল চা
ন্যায্য মূল্যে পাবেন। আপনাদের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা কামনা করি।

চা-সংসদ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।